গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.motj.gov.bd

বিষয়: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত ২৮.১২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : এম এ কাদের সরকার, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৮.১২.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
স্থান : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৭০৯-৭১০) ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে রক্ষিত আছে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (আইন) জনাব এ, এম সাইফুল হাসান সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

০২. বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং তা কোন প্রকার সংশোধনী ব্যতীরেকে সভায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩. **বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও অধীস্থ দপ্তর/সংস্থার মোট মামলার তথ্য:**

সভায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও অধীস্থ দপ্তর/সংস্থার সর্বশেষ মামলার অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপ:

দপ্তর/সংস্থা/পরিদপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ড এর নাম	মামলার সংখ্যা		বর্তমান মাসে আগত		মোট	মামলা নিষ্পত্তি				মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
	উচ্চ আদালত	নিম্ন আদালত	উচ্চ আদালত	নিম্ন আদালত		উচ্চ আদালত (পক্ষে)	নিম্ন আদালত (পক্ষে)	উচ্চ আদালত (বিপক্ষে)	নিম্ন আদালত (বিপক্ষে)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বিজেএমসি	৩৮৪	৭৫৮	০৮	১৮	১১৬৮	০৬	০৭	০০	০৬	১১৪৯
বিজেসি (বিলুপ্ত)	৮০	১৮৬	০২	০০	২৬৮	০০	০০	০০	০১	২৬৭
বিটিএমসি	১০১	২০৬	০০	০০	৩০৭	০০	০০	০০	০০	৩০৭
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	০৮	০৫	০০	০০	১৩	০০	০০	০০	০০	১৩
পাট অধিদপ্তর	০৯	২১	০০	০০	৩০	০০	০০	০০	০০	৩০
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	১১	১৯	০০	০০	৩০	০০	০০	০০	০০	৩০
বস্ত্র পরিদপ্তর	০৮	০০	০০	০০	০৮	০০	০০	০০	০০	০৮
বিএসআরটিআই	০২	০১	০০	০০	০৩	০০	০০	০০	০০	০৩
আদমজী সন্স লি:	০৬	০৭	০১	০১	১৫	০০	০০	০০	০০	১৫
লিকুইডেশন সেল	০৮	১৮	০০	০০	২৬	০০	০১	০০	০০	২৫
মোট=	৬১৭	১২২১	১১	১৯	১৮৬৮	০৬	০৮	০০	০৭	১৮৪৭

০৪. সভাপতি সংস্থার অনিষ্পন্ন মামলাগুলো র বিষয়ে বলেন যে, বিজেএমসির মোট মামলা র ১১৬৮টি, নিষ্প ত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৯টি, সংস্থার পক্ষে ১৩টি, বিপক্ষে ০৬টি মামলার রায় হয়। বিজেএমসির চেয়ারম্যান জানান ৬টি মামলা রিভিউ করা হয়েছে, যাতে সরকারের স্বার্থ জড়িত আছে। মামলার তদারকী জোরদার করা হয়েছে এবং মামলার বিষয়ে নিয়মিত সভা করা হয়।সভাপতি সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলা গুলোর গুরুত্ব অনুযায়ী আপীল দায়ের করা এবং রায় সরকারের পক্ষে আনয়ণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বিজেসির মোট মামলা ২৬৮টি, নিষ্পত্তকৃত মামলার সংখ্যা সংস্থার পক্ষে ০১টি। সভাপতি বিজেসির চেয়ারম্যানকে মামলার সংখ্যার অনুপাতে নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কারণ মামলার সংখ্যার অনুপাতে মামলা নিষ্পত্তির হার খুবই নগণ্য। বিটিএমসির মোট মামলা ৩ ০৭টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলা নেই। সভাপতি বিটিএমসির চেয়ারম্যানকে মামলার বিষয়ে আরও কঠোর নজর দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মোট মামলা ১৩টি, বর্তমান মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মিরপুরে তাঁত পল্লী স্থাপনের জন্য অবশিষ্ট ৩৭.০০ একর জমির মামলায় বিষয়ে আইন উপদেষ্টার মতামত নিয়ে এ মন্ত্রণালয়ে এবং আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। পাট অধিদপ্তর এবং রেশম উন্নয়ন বোর্ড-এ দুটি প্রতিষ্ঠানে মোট মামলা ৩০টি করে। বর্তমান মাসে কোন মামলা আগত বা নিষ্পত্তি হয়নি। সভাপতি গুরুত্ব দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বস্ত্র পরিদপ্তর মোট মামলা ৮টি। এ বিষয়ে বস্ত্র পরিদপ্তরের উপ পরিচালক জনাব লায়লা ইয়াফির জানান ৮টি মামলা সার্ভিস সংক্রান্ত, তাই নিয়মিত মামলা সংক্রান্ত কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় না। সভাপতি মামলা সংক্রান্ত নিয়মিত সভা করা এবং এর অগ্রগতি দপ্তর প্রধানসহ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার লক্ষ্যে সংস্থাগুলোর সাথে জড়িত আইনজীবি, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। আদমজী সন্স লি: এর মোট মামলা ১৫টি, নিষ্পত্তি হয়নি একটিও। সভাপতি বলেন মামলার তদারকী জোরদার করতে হবে। লিকুইডেশন সেল এর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় অতিরিক্ত সচিব (বেওবি) সভাকে অবহিত করলে সভাপতি এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। সভায় সভাপতি বলেন যে, মোট ১৮৬৮টি মামলার মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত ২১টি মামলায় সংস্থার পক্ষে ১৪টি এবং বিপক্ষে ৭টি মামলার রায় হয়েছে। যে সমস্ত মামলার রায় সংস্থার বিপক্ষে গিয়েছে সেগুলোর গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত আপীল দায়ের করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অন্যদিকে এ পর্যায়ে বর্তমান মাসে ৩০টি মামলা নতুন দায়ের হয়েছে। এ মামলাগুলোর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংস্থাগুলো পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি অনিষ্পন্ন ১৮৪৭টি মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে স্ব স্ব সংস্থাকে বাজেট বরাদ্দ রাখার এবং চুক্তিভিত্তিক 'ফি' নির্ধারণপূর্বক আইনজীবি নিয়োগ প্রদান করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

০৫. <u>গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা:</u>

৩১টি মামলার কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিবগণ এবং ট্যাগ কর্মকর্তাগণ এর অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন যা নিম্নরূপ:

০৬. মনিটরিং সংক্রান্ত ৩১টি মামলার বিষয়ে তথ্য:

<u>প্রতিষ্ঠানের নাম: বিজেএমসি</u>

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
সিভিল আপিল নং ৩১৭/১৫ (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯২/১৫ হতে উদ্ভূত এবং রিট পিটিশন নং ১১৯৮৮/১২ হতে উদ্ভূত), আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেসরকারী মিল সমূহের জিওবি লোন মওকুফের বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তা সংবিধান অনুযায়ী বেআইনী উলেস্নখ করে সোনালী জুট মিলস্ লি: এর জিওবি লোন ৩,০৬,৩৭,৪৬৫/- টাকা + ২% পেনাল ইন্টারেষ্ট মওকুফ করার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে বিরাষ্ট্রায়ত্ব সোনালী জুট মিলস্ লি: কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১৯৮৮/১২ দায়ের করেন। উক্ত রিট মামলায় মাননীয় আদালত গত ৩০-০৫-১৩ তারিখ শুনানীশেষে সোনালী জুট মিলস্ লি: এরু পক্ষ অর্থাৎ	বিজেএমসি পক্ষ চেয়ারম্যান - বনাম- সোনালী জুট মিলস্ লি: পক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য।	জনাব মতিউর রহমান যুগ্মসচিব (বস্ত্র)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	মোকদ্দমাটি জরুরিভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য আইনজীবী ড. রাবিয়া ভূঁইয়াকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আইজীবী জানিয়েছেন সিভিল আপীল মোকদ্দমাটির পেপার বুকস তৈরি করা হয়েছে। এখন সিভিল আপীল মামলাটি দ্রুত শুনানীর নিমিত্ত লিস্টে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
	সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯২/১৫ দায়ের করা হয়। আপিল বিভাগ ০৫-০৭-১৫ তারিখ শুনানী শেষে লীভ মঞ্জুর করেছেন এবং মামলাটির নতুন নম্বর হয়েছে সিভিল আপিল নং ৩১৭/১৫।				
সিভিল আপিল নং ৩১৫/১৫ (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯৪/১৫ হতে উদ্ভূত),আপিল বিভাগ,বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	কাশেম জুট মিলস্ লি: এর জিওবি লোন ২,৩৪,৪১,৪৫০/- টাকা + ২% পেনাল ইন্টারেষ্ট মওকুফ করার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে বিরাষ্ট্রায়ত্ব কাশেম জুট মিলস্ লি: কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১২৭৩/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত গত ৩০-০৫-১৩ তারিখ শুনানীশেষে কাশেম জুট মিলস্ লি: এর পক্ষে অর্থাৎ সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯৪/১৫ দায়ের করা হয়। আপিল বিভাগ ০৫-০৭-১৫ তারিখ শুনানী শেষে লীভ মঞ্জুর করেন এবং আপিল মামলাটির নতুন নম্বর হয়েছে সিভিল আপিল নং ৩১৫/১৫।	বিজেএমসি পক্ষ চেয়ারম্যান - বনাম- কাশেম জুট মিলস্ লি: পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য।	জনাব মতিউর রহমান যুগ্মসচিব (বস্ত্র)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	মোকদ্দমাটি জরুরিভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য আইনজীবী ড. রাবিয়া ভূঁইয়াকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আইজীবী জানিয়েছেন সিভিল আপীল মোকদ্দমাটির পেপার বুকস তৈরি করা হয়েছে। এখন সিভিল আপীল মামলাটি দ্রুত শুনানীর নিমিত্ত লিস্টে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।
সিভিল আপিল নং ৩১৬/১৫ (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯১/১৫ হতে উদ্ভূত), আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	ন্যাশনাল জুট মিলস্ লি: এর জিওবি লোন ৪,৭৮,১৬,৩৭৩/- টাকা + ২% পেনাল ইন্টারেষ্ট মওকুফ করার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে বিরাষ্ট্রায়ত্ব ন্যাশনাল জুট মিলস্ লি: কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১৯৮৮/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত গত ৩০-০৫-১৩ তারিখ শুনানীশেষে ন্যাশনাল জুট মিলস্ লি: এর পক্ষে অর্থাৎ সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯১/১৫ দায়ের করা হয়। আপিল বিভাগ ০৫-০৭-১৫ তারিখ শুনানী শেষে লীভ মঞ্জুর করেছেন এবং মামলাটির নতুন নম্বর হয়েছে সিভিল আপিল নং ৩১৬/১৫।	বিজেএমসি পক্ষ চেয়ারম্যান - বনাম- ন্যাশনাল জুট মিলস্ লি: পক্ষে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য।	জনাব মতিউর রহমান যুগ্মসচিব (বস্ত্র)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	মোকদ্দমাটি জরুরিভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য আইনজীবী ড. রাবিয়া ভূঁইয়াকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আইজীবী জানিয়েছেন সিভিল আপীল মোকদ্দমাটির পেপার বুকস তৈরি করা হয়েছে। এখন সিভিল আপীল মামলাটি দ্রুত শুনানীর নিমিত্ত লিস্টে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ৭৪৭/১৩, আপীল বিভাগ। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। আব্রিটেশন নাম্বার পড়বে।	বিজেএমসির সাথে মাইকোর ব্যবসায়িক চুক্তি ভঙ্গের কারণে মাইকোর ক্ষতি হওয়ার কথা উল্লেখ করে বিপুল অংকের ক্ষতি দাবী করেজেলা জজ আদালত, ঢাকায় আর্বিট্রেশন মিসকেস নং ৭৯১/০৩ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় নিয়োজিত আর্বিট্রেটর বিজেএমসির বিপক্ষে বিপুল অংকের এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। বিজেএমসি হতে উক্ত আর্বিট্রেটর নিয়োগের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে সিবিল রিভিশন নং ৪০১২/০৬ দায়ের করলে মাননীয় আদালত বিজেএমসির বিপক্ষে রায় প্রদান করায় আপিল বিভাগে আপিল মামলাটি দায়ের করা হয়। মাননীয় আদালত গত ২৯-০১-১৬ তারিখে উভয় পক্ষের শুনানী শেষে আব্রিট্রেটর নিয়োগ করে মামলাটি নিস্পত্তি করেন।	বিজেএমসি-বনাম-মাইকো জুট এন্ড ব্যাগ করপোরেশন।	নাসিমা বেগম যুগ্মসচিব (পাট-২)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	২৯.১০.২০১৬ তারিখে উভয় পক্ষের শুনানী শেষে লিখিত বক্তব্য দাখিল করার জন্য আর্বিট্রেটর মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য আর্বিট্রেটরের নিকট জমা দেয়া হয়েছে। পরবর্তী তারিখ এখনও ধার্য হয়নি।
দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৪৮৯০/০৮, ৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা।	নিশাত জুট মিলের মতিঝিলের ১১ কাঠা ১৩ ছটাক জমিসহ তৎসংলগ্ন অন্যান্য জমির স্বত্ব ঘোষনার দাবীতে জনৈক মোসাম্মৎ জাহানারা বেগম গং এর পক্ষে নিয়োজিত আমমোক্তার মো: হাবিবুর রহমান (রাজু) গং দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৪৮৯০/০৮ মামলা দায়ের করেন। বাদী পক্ষের স্বাক্ষীর জবানবন্দী সংশোধন করার আবেদন ও সমঝোতা চুক্তিপত্রের মূলকপি আদালতে দাখিল করার আদেশ দানের নিমিত্তে ৬ নং বিবাদী জনৈক ফরিদ হোসেনের বিবাদীর আবেদন নামঞ্জুর করাসহ উক্ত চুক্তিপত্র দাখিল হতে মাননীয় আদালত বাদী পক্ষকে অব্যাহতি দিলে ফরিদ হোসেন উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ও দে: ৪৮৯০/০৮ নং মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন ৯৪০/১৩ দায়ের করেন।	মোসাম্মৎ জাহানারা বেগম গং এর পক্ষে নিয়োজিত আম মোক্তার মো: হাবিবুর রহমান রাজু গং -বনাম-সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গং।	নাসিমা বেগম যুগ্মসচিব (পাট-২)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	উচ্চ আদালতে মামলার কারণে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৪৮৯০/০৮ এর কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন না।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৭০৪/১৪, ৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে নিশাত জুট মিলের মতিঝিলের জমি (১১ কাঠা ১৩ ছটাক জমি) ২১-১০-১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকাকে ৯৯ বছরের জন্য উক্ত জমি ইজারা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২১-১০-১৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত ইজারা চুক্তি দলিল বাতিল করা হয়। লীজ বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকা কর্তৃক সম্পত্তিটি রেজিষ্ট্রি লীজ দলিলমূলে স্বত্ববান মর্মে ঘোষনামূলক ডিক্রী প্রদানের জন্য মামলাটি দায়ের করেন।	চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকা -বনাম- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ও অন্যান্য।	নাসিমা বেগম যুগ্মসচিব (পাট-২)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	মামলাটিতে বিজেএমসিকে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। বিজেএমসি হতে পক্ষভুক্তির আবেদন করা হয়েছে। যা শুনানীর জন্য আছে। ১৭.০৫.২০১৬ তারিখ দিন ধার্য ছিল। বিচারক না থাকায় চার্জ এর কোর্টে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়নি। আগামী ০১.০২.১৭ তারিখ।
রিভিউ পিটিশন নং ৩০৩/১৫ (সিপিএলএ নং ৯২২/১২, রীট পিটিশন নং-৮১৯৪/১০ হতে উদ্ভূত) আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	বেলা আর্টিফিটেক্স-কে লীজ প্রদানকৃত ৫.৩০ একর জমি লীজ চুক্তির শর্তানুযায়ী ফেরতদেয়ার জন্য মিল কর্তৃক তাদেরকে নোটিশ প্রদান করা হলে বেলা আর্টিফিটেক্স রিট পিটিশন নং ৮১৯৪/১০ দায়ের করে।। উক্ত রিট মামলায় বেলা আর্টিফিটেক্স এর পক্ষে রায় হওয়ায় মিল কর্তৃক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিপিএলএ নং ৯২২/১২ দায়ের করা হয়। উক্ত সিপিএলএ নং ৯২২/১২ মামলায় মহামান্য আদালত ১৩-০৮-১৫ তারিখে শুনানী শেষে মিলের বিপক্ষে রায় প্রদান করায় মিল কর্তৃক রিভিউ পিটিশন নং ৩০৩/১৫ দায়ের করা হয়েছে।	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লি: -বনাম-বেলা আর্টিফিটেক্স।	জনাব দিলীপ কুমার সাহা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	মামলাটিতে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী ড. রাবিয়া ভূইয়ার সাথে সম্প্রতি এটর্নী জেনারেল মহোদয়কে নিয়োজিত করা হয়েছে। এটর্নি জেনারেল মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করে মামলাটি দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
অপর মামলা নং ৮০৩/১০, ৩য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, চট্টগ্রাম।	মিলের বি. এস. দাগ নং- ১৩৮, ১৩৯ এর ৩ একর ৩৪ শতক সম্পত্তি স্বত্ববান ও স্বার্থবান মর্মে ঘোষনার ডিক্রি প্রদান এবং উক্ত জমির বি এস খতিয়ান ভূল মর্মে ঘোষনা প্রদানের জন্য মামলাটি দায়ের করেন।	নুরুন্নেছা বেগম গং পক্ষে আ.জ.ম মোঃ নাসির উদ্দিনগং-বনাম-আমিন জুট মিল্স গং	জনাব দিলীপ কুমার সাহা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	মামলাটি শুনানী করে দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য মিল কর্তৃক পত্রের মাধ্যমে আইনজীবীকে অনুরোধ করা হয়েছে। আগামী ২২.০৩.২০১৭ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য আছে

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
সিপিএলএ নং ৩৪৪৩/১৫ (এফএ নং ৭৫৯/৯১ হতে উদ্ভূত)। আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট।	মিলের অফিসার্স কোয়ার্টার সংলগ্ন ৩০ শতাংশ জমির মালিকানা দাবী সংক্রামত্ম বিষয়ে মমতাজ উদ্দিন গং দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ০৪/৯১ দায়ের করলে মামলাটি খারিজ হয়। উক্ত খারিজাদেশের প্রেক্ষিতে মমতাজ উদ্দিন গং এর পক্ষে তার ছেলে আ: বারেক মিয়া গং মাননীয় হাইকোর্টে ফাষ্ট আপিল নং ৭৫৯/৯১ মামলা করলে তাদের পক্ষে রায় হওয়ায় মিল কর্তৃপক্ষ আপিল মামলাটি দায়ের করেন।	করিম জুট মিলস্ লি: - বনাম- আ: বারেক মিয়া গং	জনাব দিলীপ কুমার সাহা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।	মামলাটি কজ লিষ্টে এনে দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হলে তিনি জানান যে, মামলাটি কজ লিস্টে আনার জন্য চেষ্টা করছেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিটিএমসি

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
সিভিল আপিল-২৩৪/২০১৫ হতে ২৩৯/২০১৫ (মোট ৬টি মামলাটি একই বিষয় সংক্রান্ত হওয়ায় একটি ক্রমে ১টি মামলা হিসাবে উল্লেখিত)	বিটিএমসি'র হাটখোলাস্থ ওয়ারী মৌজায় ৪.২৫৪৩ একর জমি রয়েছে। উক্ত জমি জাতীয়করণকৃত ঢাকাশ্বরী কটন মিলের সম্পত্তি। সম্পত্তির সর্বশেষ রেকর্ড মহানগর জরিপ বা সিটি জরিপের রেকর্ড বিটিএমসি'র নামে হয়। বিটিএমসি হতে আবেদন ক্রমে ৪২ ধারার পুনঃশুনানী গ্রহন করে রেকর্ড করা হয়। অবৈধ দখলদারগন চূড়ান্ত পর্চা প্রকাশের পর বিটিএমসি'র জন্য ৪২ ধারায় শুনানী গ্রহনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্টে ৬টি রীট পিটিশন রুজু করে। যার রায় বিটিএমসি'র বিপক্ষে হয় এবং বিটিএমসি ৬টি সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল মামলা রুজু করে। আপিল শুনানী অন্তে ৬টি সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল মামলার লীভ বিটিএমসি'র পক্ষে গ্রান্ড হয়। তৎপর, অত্র সিভিল আপিল ৬টি মামলা হয় যা চুড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায়।	বিটিএমসি বনাম নাসরিন সুলতানা, বিটিএমসি বনাম মোঃ নিজাম গং, বিটিএমসি বনাম সাইদুর রহমান গং, বিটিএমসি বনাম মোঃ আবুল বাশার গং, বিটিএমসি বনাম মঞ্জুরুল করিম গং, বিটিএমসি বনাম আহমেদ আরেফিন।	জনাব মো: রমজান আলী যুগ্মসচিব (অডিট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন , পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)	৬টি সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল মা মলা বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল এবং ব্যারিস্টার মোঃ বদরুদ্দোজা এর দ্বারা বিটিএমসি 'র পক্ষে লীভ গ্রান্ড হওয়ার পর অত্র সিভিল আপীল মামলা চুড়ান্ত শুনানীর উল্লেখিত বিজ্ঞ আইনজীবীগন প্রস্তুত রয়েছেন । শুনানীর তালিকায় আসা সাপেক্ষে শুনানী অনুষ্ঠিত হবে।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল-২৮২৩/২০১৪	ফেণীস্থ দোস্ত টেক্সটাইল মিলের উদ্বৃত্ত ১২.৮৭ একর জমির তিনটি প্লট টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করার প্রক্রিয়া করা হয়। টেন্ডারে তিনটি দর সর্বোচ্চ দর হিসাবে বিবেচিত হয়। টেন্ডারটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাতিল করা হয়। বাতিলকৃত তিনজন সর্বোচ্চ দরদাতা টেন্ডার বাতিলের বিরুদ্ধে মহামান্য হাই কোর্টে রীট পিটিশন-১৪২৩/২০০৯ দায়ের করে। যার রায় সরকারের বিপক্ষে হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে অত্র আপিল মামলা রুজু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা টেন্ডারে উল্লেখিত সমুদয় অর্থ বিটিএমসি কে প্রদান করেছেন।	বিটিএমসি বনাম ব্রাদার্স ফ্ল্যাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ গং	জনাব মো: রমজান আলী যুগ্মসচিব (অডিট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)	মামলাটিতে বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল বিশেষ গুরুত্বের সাথে ব্যবস্থা গ্রহন করছেন।
রীট পিটিশন-৯৮৮০/২০১০	খুলনা টেক্সটাইল মিল এবং ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিল – ২টা মিল ১৯৭০ সালে বাদির/পিটিশনার মাহমুদ আলী মৃধার পিতা দুইটি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এর আনরেজিষ্টার্ড দুইটি ডকুমেন্ট এর মাধ্যমে কেনা সূত্রে মালিকানার দাবী করে অত্র মামলা রুজু করে। প্রকৃতপক্ষে, বাদী মিল দুইটির কেনার জন্য তৎকালীন মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক বর্তমানে রুপালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ক্রয় করেন। কেনার পর মিল দুইটির মালিক হিসাবে ক্রেতার নাম জয়েন্ট স্টক কোম্পনীতে নিবন্ধন না করায় উক্ত ক্রয় আইনসিদ্ধ হয়নি। তদুপরি উক্ত মিল দুইটির বিপরীতে রূপালী ব্যাংকের দাবী সরকার কর্তৃক পূরণ করা হয়েছে মিল দুইটি নিষ্কন্টক করার স্বার্থে জাতীয়করণের পর পি.ও.-২৭ এর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান মতে বাদী পক্ষ সরকারের নিকট ১৯৮২ সালে ক্ষতিপূরণ দাবী করলে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে নিবন্ধন না করায় ক্ষতিপূরণ পান নাই।	মাহমুদ আলী মৃধা বনাম বিটিএমসি	জনাব মো: রমজান আলী যুগ্মসচিব (অডিট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)	রীট পিটিশন মামলাটি২(দুই) বার চূড়ান্ত শুনানী অন্তে রায়ের জন্য নির্ধারিত দিনে বেঞ্চ ভেঙ্গে যায়। সংস্থা প্রধান, বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন এবং বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধান বিচারপতি অত্র মামলাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে শুধুমাত্র অত্র মামলা শুনানীর জন্য বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং বিচারপতি মাহমুদুল হক এর সমন্বয়ে ১টি দ্বৈত বেঞ্চ গঠন করে দিয়েছেন যেখানে গত ২৮-৭-১৬ এবং ১১-৮-১৬ তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। বিটিএমসির পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল শুনা নী করেন এবং বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন ও ডিএজি শহীদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিপক্ষে বিটিএমসির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করেন জনাব রোকন উদ্দিন মাহমুদ এসোসিয়েট্ পক্ষে ব্যারিস্টার মোস্তফিজুর রহমান। গত ২৪-৮-১৬ তারিখে শেষ বা চুড়ান্ত শুনানী হিসাবে মামলাটি শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও অজ্ঞাত কারণে মামলাটি শুনানীর জন্য লিস্টে আসেনি।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
মহামান্য হাইকোর্ট, ঢাকা। রীট পিটিশন-৩৮৬৬/২০০৮	দি এশিয়াটিক কটন মিলের সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। মিল হস্তান্তর চুক্তি চরম ভাবে ভঙ্গের ফলে সরকার কর্তৃক মিলটি প্রজ্ঞাপন জারি করে পুনঃঅধিগ্রহন করা হয়। জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এবং পুনঃঅধিগ্রহনের বিরুদ্ধে মিল গ্রহিতার পক্ষের পরিচালক হিসাবে দাবীদার জনাব ইব্রাহীম খলিল অত্র মামলা রুজু করেন।	ইব্রাহীম খলিল বনাম বিটিএমসি গং।	জনাব মো: মনিরুজ্জামান যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন , পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)	মামলাটি বিটিএমসি'র তৎপরতায় ১৬-০৬-২০১৫ তারিখে খারিজ করানো হয়। কিন্তু, পুনরায় গত ১০-১১-২০১৫ তারিখে রিষ্টোর/ পুনরুজ্জিবীত করা হয়। দৈনিক কার্যতালিকায় আসা সাপেক্ষে শুনানী হয়ে নিষ্পত্তি হবে।
মহামান্য হাইকোর্ট, ঢাকা। রীট পিটিশন-৫৭৩৯/২০১৩	নারায়নগঞ্জস্থ চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জমিতে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে উক্ত জমিতে তিনটি পুকুর ভরাটের প্রয়োজন হয়। পুকুর ভরাটের জন্য টেন্ডার আহবান করা হলে পরিবেশবাদী আইনজীবী সংগঠন বেলা মহামান্য হাইকোর্টে উক্ত পুকুর তিনটি ভরাটের বিরুদ্ধে অত্র মামলা রুজু করে। পুকুর যাতে বিটিএমসি কর্তৃক ভরাট করতে না পারে তার জন্য এ মামলা।	পরিবেশবাদী আইনজীবী সংগঠন বেলা বনাম বিটিএমসি গং।	জনাব মো: মনিরুজ্জামান যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন , পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)	মহামান্য হাইকোর্ট পুকুর ভরাটের উপর নিষেধাজ্ঞার অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান করেন। দৈনিক কার্যতালিকায় আসা সাপেক্ষে শুনানী হয়ে নিষ্পত্তি হবে।
মহামান্য হাইকোর্ট, ঢাকা। রীট পিটিশন-৭৫২৪/২০১৪	চট্টগ্রামস্থ ভালিকা উলেন মিলের উদ্বৃত্ত ৩.৯০ একর জমি টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। বিক্রিত উদ্বৃত্ত জমির টেন্ডারে প্রাপ্ত দর এর দ্বারা সরকারের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে বিক্রি বাতিলের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সিদ্ধান্ত মতে মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রণ করা হয়। উক্ত বিক্রি বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান অত্র রীট পিটিশন রুজু করে।	স্মার্ট জিন্স লিঃ বনাম বিটিএমসি গং।	বেগম সোহেলী শিরীন আহমেদ যুগ্মসচিব (বাজেট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন , পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)	আপীল দায়ের প্রক্রিয়াধীন। আপীল দায়ের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ওবায়দুর রহমানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
দেওয়ানী মোকদ্দমা নম্বর-১০/১৯৯৮ (নতুন নম্বর-২০৩/২০১৬)।	বিটিএমসি'র ওয়ারী মৌজার হাটখোলাস্থ সম্পত্তির অবৈধ দখলদারগন সম্মিলিত ভাবে দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেন। মামলাটিতে দায়েরকারীগন দীর্ঘ্যকাল যাবৎ বসবাসের দাবীতে সরকারী মূল্যে যার যার দখলীয় জমি তাদের নিকট হস্তান্তরের দাবী জানিয়েছেন।	জনাব আব্দুল জলিল বনাম বিটিএমসি।	বেগম সোহেলী শিরীন আহমেদ যুগ্মসচিব (বাজেট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন , পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)	সংস্থার প্রতিনিধি অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করবেন।

<u>প্রতিষ্ঠানের নাম: বিজেসি (বিলুপ্ত)</u>

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
লীভ টু আপীল নং-২২০৮/১৩	ইউনির্ভাসেল জুট ট্রেডার্স লিঃ নামীয় সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	বাদী-সিনিয়র সহকারী সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গং বিবাদী -সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ চৌঃ	জনাব নিলুফার নাজনীন উপসচিব (প্রশাসন-১)	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, পি,ও	মামলাটি দৈনিক কজলিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করে শুনানী সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।
এফ,এ নং - ৩০৫/০৪	মেসার্স রাজা জানকী নাথ রায় নামীয় সংস্থার সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	বাদী-হাজী মনসুর আহমেদ গং বিবাদী-বিজেসি গং	জনাব নিলুফার নাজনীন উপসচিব (প্রশাসন-১)	ঐ	মামলাটি দৈনিক কজলিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করে শুনানী সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।
এফ,এ,টি নং-১০৫/২০০৫ এফ.এ.নং-৪৯/০৫	নারায়ণগঞ্জ জেলা র টানবাজারস্থ অবস্থিত রেলী কুলী বাগানে র সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	বাদী-বিজেসি গং , বিবাদী-গোলাম রহমান গং	জনাব নিলুফার নাজনীন উপসচিব (প্রশাসন-১)	ঐ	মামলাটি দৈনিক কজলিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করে শুনানী সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।
সিভিল রিভিশন নং-৫২০৩/০৭	সংস্থার দৌলতপুরস্থ এম কে-২ প্রেস হাউজের সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	বাদী-জনাব শহিদুল ইসলাম, বিবাদী-বিজেসি	জনাব নিলুফার নাজনীন উপসচিব (প্রশাসন-১)	ঐ	মামলাটি শুনানীঅন্তে সংস্থার পক্ষে রায় হয়েছে।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
রীট পিটিশন নং - ৬৯১১/১৩	চট্টগ্রামস্থ এপিসি রেলী প্রেস হাউজের সম্পত্তি বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০২/১৩ (১মবার) এর বিরুদ্ধে মামলা।	বাদী-সেলিম বিন সালেহ, বিবাদী-সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গং	জনাব নিলুফার নাজনীন উপসচিব (প্রশাসন-১)	ঐ	মামলাটি শুনানীঅন্তে সংস্থার পক্ষে রায় হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং - ৫৬৭/২০০৩ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	বেনারসি পল্লি মিরপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে প্রকল্প এলাকায় বস্তি গড়ে উঠায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন হয়। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্প এলাকা থেকে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বস্তি উচ্ছেদকালে বস্তিবাসীদের পক্ষে রিনা বেগম গং বাদী হয়ে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে ৮৪২৪/২০০২ নং রিট পিটিশন দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট নি র্দেশনাসহ মামলাটি ২৯.১২.২০০২ তারিখে নিষ্পত্তি করেন। ১১.১২.২০০২ তারিখে মাননীয় বস্ত্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্প এলাকা হতে বস্তি উচ্ছেদ অভিযানের জন্য ২৬.১২.২০০২ তারিখ নির্ধারন করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হয়ে হাসিনা বেগম গং ১২.০১.২০০৩ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৫৬৭/২০০৩ মামলা দায়ের করেন। মামলার আর্জির বিবরণী হতে দেখা যায় যে , পিটিশনারগণ ভাষাণটেক প্রকল্প এলাকায় ১৯৭৪ সাল হতেই	বাদীঃ হাসিনা বেগম গং থানাঃ ভাষাণটেক, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬ বিবাদীঃ সচিব, বস্ত্র ও পাট , গৃহায়ন ও গণপূর্ত, ভূমি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিবালয়-ঢাকা, জেলা প্রশাসক - ঢাকা, চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-ঢাকা, মহা পুলিশ পরিদর্শক-ঢাকা, চেয়ারম্যান- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (পক্ষভুক্ত)	জনাব মোঃ রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব আবুল কাসেম মোঃ বোরহান উদ্দিন, সদস্য ২। জনাব মোঃ মন্জুর কাদির, সচিব ৩। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, (আইন)	রিট পিটিশন নং - ৫৬৭/২০০৩ মামলাটি মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। মামলা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেলকে মামলাটি দ্রুত শুনানি সম্পন্ন করার জন্য ১৯.০৫.২০১৬ তারিখ ডি ,ও পত্র লেখা হয়েছে। এছাড়াও বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে এ্যাটর্নি জেনারেলকে ০৮.০৮.২০১৬ তারিখে মামলাটি নিষ্প ত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল -এর সাথে ২৩.১০.২০১৬ তারিখ সাক্ষাৎও করা হয়েছে। মামলার ট্যাগ কর্মকর্তাগণ বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যা হত রেখেছেন। মামলাটি শুনানীর নিমিত্ত কজ লিস্টের টপে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা জন্য আইনজীবীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
	বসবাস করার কথা উল্লেখ করে সরকার ঢাকার বিভিন্ন এলাকা হতে প্রায় ৪ (চার) হাজার পরিবারকে ভাষাণটেক এলাকায় বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে তারা অত্র এলাকায় বসবাস করে আসছে। উক্ত ভাষাণটেক বস্তি এলাকায় তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বহু স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ গড়ে উঠেছে। রাস্তা ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও , বাংলাদেশ রেডকোর্স সোসা ইটিসহ অন্যান্য সংস্থা তাদের পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন , পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা , সেনেটারি ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান করে। বস্তিবাসীগণ দীর্ঘদিন ধরে অত্র এলাকায় বসবাস করা অবস্থায় সরকার তাদের পুনর্বাসন না করে তাদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহ ণ করায় তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে এই মামলা দায়ের করেছেন।				
মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং - ১০০৭৭/২০১৫ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	মিরপুর বেনারসি পল্লি এলাকার ৪০ (চল্লিশ) একর জমির মধ্যে তাঁত বোর্ডের দখলে থাকা ০৩ (তিন) একর জমি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ গত ১৯.০৮.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে রেজিষ্ট্রি করে দেয়। উক্ত জমির সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ০১.১০.২০১৫ তারিখে ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়, প্রায় ৮০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় তাঁতিদের পুর্নবাসন করার লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয় হয়। এরূপ কার্যক্রম চলমান অবস্থা প্রকল্প এলাকায় অবৈধভাবে বসবাসরত বেনারসি তাঁতিগণ ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় তাঁতিদের পুনর্বাসন এবং উক্ত প্রক	বাদীঃ আব্দুল মান্নান, পিতাঃ মৃত ইদ্রিস আলী দেওয়ান, বেনারসি পল্লি, থানাঃ ভাষাণটেক, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬ গং সহ ৮০ জন বিবাদীঃ সচিব, বস্ত্র ও পাট , গৃহায়ন ও গণপূর্ত, ভূমি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিবালয়-ঢাকা, জেলা প্রশাসক - ঢাকা, চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-ঢাকা, মহা পুলিশ	জনাব মোঃ রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব আবুল কাসেম মোঃ বোরহান উদ্দিন, সদস্য ২। জনাব মোঃ মন্‌জুর কাদির, সচিব ৩। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, (আইন)	রিট পিটিশন নং-১০০৭৭/২০১৫ মামলাটি মহামান্য হাইকোর্ট বিচারাধীন রয়েছে। মামলার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলকে মামলাটি দ্রুত শুনানি সম্পন্ন করার জন্য ১৯.০৫.২০১৬ তারিখে ডি . ও পত্র লেখা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হ তে অ্যাটর্নি জেনারেলকে ০৮.০৮.২০১৬ তারিখে মামলাটি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল এর সাথে ২৩.১০.২০১৬ তারিখ সাক্ষাৎকার হয়েছে। মামলার

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
	এলাকায় প্লট বরাদ্দের জন্য তাঁতিদের নিকট হতে আবেদন প্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বাদী সংক্ষুব্ধ হয়ে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড সহ ৯(নয়) জন-কে বিবাদী করে আদালতে রিট পিটিশন নং-১০০৭৭/২০১৫ মামলা দায়ের করেন। মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "পিটিশনারগণ বহু বছর পূর্ব হতে প্রকল্প এলাকায় বসবাস করে আসছেন, তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছেন, প্রকল্প গ্রহণ করেছে, প্লট বরাদ্দ দেয়ার জন্য তাদের নিকট হতে আবেদনের সাথে জামানত হিসেবে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে জমা গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন সময় সরকার তাদের প্লট প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এরূপ অবস্থায় উক্ত প্রকল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দ না দিয়ে তাদে ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় প্রকল্প গ্রহণ করে বা স্থানান্তর করে তাঁতিদের পুনর্বাসন করার সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় আদালতে এ মামলা দায়ের করেছে।	পরিদর্শক-ঢাকা, চেয়ারম্যান-বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ।			ট্যাগ ক র্মকর্তাগণ বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। মামলাটি শুনানীর নিমিত্ত কজ লিস্টের টপে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আইনজীবীকে অনুরোধ করা হয়েছে।
হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন প্রথম আপীল নং-৩৫৩/২০১২	যুগ্ম-জেলা জজ, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক গত ২৩-১১-২০০৯ তাং রায় ও ডিক্রী প্রদান পূর্বক নং - ১২/১৯৯৮ স্বত্ব মামলায় নালিশি ৩০.৮৪৫০ একর সম্পত্তির স্বত্ব ও ভোগ দখল রেশম বোর্ডের অনুকূলে বহাল থাকায় বাদীর আবেদন খারিজ করায় উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে এই প্রথম আপীল মামলা (উক্ত সম্পত্তি রেশম বোর্ড দান সূত্রে আর ডি আর এস হতে প্রাপ্ত)	বাদী: আর ডি আর এস বহুমুখি শিল্প সমবায় সমিতির পক্ষে বাবু বিকাশ চৌধুরী ও হাসেম আলী, ঠাকুরগাঁও। বিবাদী: ১। বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের পক্ষে সহকারি পরিচালক, ঠাকুরগাঁও ২।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও ৩। অতিরিক্ত জেলা	জনাব মো: রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব মো: জায়েদুল ইসলাম, সচিব, বারেউবো ২। জনাব মো: আব্দুল মতিন, প্রধান সহকারী, বারেউবো	এ মামলার চুড়ান্ত শুনানীকালে আর ডি আর এস কে বিবাদী অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে বাদীর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং মামলায় পক্ষভূক্ত বিবাদী আর ডি আর এস কে নোটিশ জারী ও তার জবাব দাখিল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
		প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও ৪। আর ডিআর এস পক্ষে উক্ত সংস্থার প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও ৫। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, রাজশাহীর পক্ষে চেয়ারম্যান ৬। বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সিল্ক ফাউন্ডেশন ৭। ডাইরেক্টর, আর ডি আর এস,ধা নমন্ডি, ঢাকা। ৮। ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও ৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।			

<u>প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড</u>

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
হাইকোর্ট বিভাগের কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৬৪/২০১৫	রেশম বোর্ডের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী র চাকুরী সরকারের/বোর্ডের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের আবেদনে হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং-৬৯১১/২০০৪ ও ৮০৮৪/২০০৮ মামলা মঞ্জুরসহ ৬(ছয়) মাসের মধ্যে তাদের চাকুরী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নিদেশ থাকা এবং উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বোর্ড আপীল করায় তা আপীল বিভাগ কর্তৃক গত ৩১-৭-২০১৩ তারিখে খারিজ করায় হাইকোর্ট বিভাগের রায় কার্যকর না করার জন্য।	বাদী: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ৫০(পঞ্চাশ) জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পক্ষে-গোলাম মোর্তুজা দিং। বিবাদী: ১। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ৪। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ৫। সচিব, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	জনাব মো: রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব মো: জায়েদুল ইসলাম, সচিব, বারেউবো ২। জনাব মো: আব্দুল মতিন, প্রধান সহকারী, বারেউবো	মামলাটি শুনানীর তালিকাভূক্ত হলে বোর্ডের নিয়োজিত সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেট জনাব এম এ সোবহান কর্তৃক মাননীয় আদালত সমীপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, একই বিষয়ে মাননীয় আপীল বিভাগে বারেউবো কর্তৃক দায়েরকৃত রিভিউ পিটিশন নং-৩০৮/২০১৫ ও ৩০৯/২০১৫ মামলা শুনানীর জন্য অপেক্ষমান/ অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আদমজী সন্স লি:

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
বিভাগীয় স্পেশাল মামলা নং-২৪/১৩	চেক জালিয়াতিপূর্বক অর্থ আত্নসাতের দুর্নীতির কারণে চাকুরি হতে বরখাস্তকৃত আদমজী সন্স লি: এর ০৪ (চার) জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।	দুনীতি দমন কমিশন	জনাব তাহমিনা আখতার অতিরিক্ত সচিব (পাট)	০১. জনাব মো: মেসবাহ উদ্দিন, ডিজিএম ০২. জনাব মো: ইমতিয়াজ আহমেদ, ম্যানেজার	মামলাটি ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ পাওয়া গিয়েছে।
রিভিউ মোকদ্দমা নং-২৭৭৫/১৪	আদমজী সন্স লিঃ এর ৮২৬/২০০৯নং মামলার বিচারযোগ্যতার বিরুদ্ধে।	আদমজী সন্স লিঃ	জনাব তাহমিনা আখতার অতিরিক্ত সচিব (পাট)	০১. জনাব মো: মেসবাহ উদ্দিন, ডিজিএম ০২. জনাব মো: ইমতিয়াজ আহমেদ, ম্যানেজার	মামলাটির চার্জ গঠন হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখঃ ১৩.০৩.২০১৬।

প্রতিষ্ঠানের নাম: লিকুইডেশন সেল

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
রীট পিটিশন নং-৯৭১৮/১৪, মোহিনী মিলস লি:	মিল বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করত : মিল ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়া প্রসংগে।	আরিফুর রহমান গং বনাম সরকার	জনাব রীনা পারভীন অতিরিক্ত সচিব (বেওবি)	মো: আবুল কালাম, সহ: ব্যবস্থাপক (প্রশা:) ও জিএম (চ: দা:)	উক্ত মামলার রায় বাদীর অনুকূলে ঘোষিত হয়েছে।
সিপিএলএ নং -১১৭/১৫, চিশতী টেক্স : মিলস লি:	চিশতী টেক্স : মিলস লি : এর ক্রেতার দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং -১০৮২০/১৪ এ আদালত কর্তৃক Status Quo প্রদান করায় লিকুইডেটরের পক্ষে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মামলা।	লিকুইডেটর বনাম ফারুক ইসলাম ভূইয়া	জনাব রীনা পারভীন অতিরিক্ত সচিব (বেওবি)	মো: আবুল কালাম, সহ: ব্যবস্থাপক (প্রশা:) ও জিএম (চ: দা:)	মূল মামলা ১০৮২০/১৪ এর রায় ঘোষিত হওয়ায় কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।
সিএমপি নং -৭০১/১৫, চিশতী টেক্স : মিলস লি:	রীট পিটিশন নং -১০৮২০/১৪ এর রায় বাদীর অনুকুলে এবং সরকারের তথা লিকুইডেটরের বিরুদ্ধে প্রচারিত হওয়ায় উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বর্ণিত মামলা।	লিকুইডেটর বনাম ফারুক ইসলাম ভূইয়া	জনাব রীনা পারভীন অতিরিক্ত সচিব (বেওবি)	মো: আবুল কালাম, সহ: ব্যবস্থাপক (প্রশা:) ও জিএম (চ: দা:)	মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে এবং সিপিএলএ দায়ের করা হয়েছে মর্মে আইনজীবী জানান।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
সিএমপি নং -১০১৪/১৫, মোহিনী মিলস লি:	রীট পিটিশন নং -৯৭১৮/১৪ এর রায় বাদীর অনুকুলে প্রচারিত হওয়ায় উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের।	লিকুইডেটর বনাম আরিফুর রহমান	জনাব রীনা পারভীন অতিরিক্ত সচিব (বেওবি)	মো: আবুল কালাম, সহ: ব্যবস্থাপক (প্রশা:) ও জিএম (চ: দা:)	মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা বাস্তবায়ন স্থগিত পাওয়া যায় এবং ১৮.০৮.১৬ তারিখে নিয়মিত মামলা তথা সিপিএলএ নং -২৭০৯/১৬ দায়ের করা হয়েছে।

সভায় যে মামলাগুলোতে সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে সেই সংস্থা প্রধানদের সভাপতি ধন্য বাদ জানান এবং সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলার আপীল/রিভিউ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৬. দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের ৫০টি মামলা মনিটরিং কার্যক্রম পর্যালোচনা:

সভায় মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনামতে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের ৫০টি মামলা মনিটরিং এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান যে, তাদের স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার যে মামলাগুলো চলমান আছে সেগুলোর ব্যাপারে তাঁরা প্রতি মাসেই সংস্থার আইন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভায় মিলিত হয়ে অগ্রগতি পর্যলোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সভাপতি এ ব্যাপারে সংস্থার প্রধানগণকে মামলা নিয়মিত মনিটরিং করতে বলেন এবং মামলা নিষ্পত্তির তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৭. বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. বিজেসিসহ সকল দপ্তর/সংস্থাকে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে;

খ. যে সকল মামলা র রায় সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়েছে সেগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থা দ্রুত আপীলদায়েরপূর্বক মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ. সংস্থার আইনকর্মকর্তাগণ আদালতে নিয়মিত উপস্থিত থেকে মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রমে বিজ্ঞ আইনজীবিদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবে;

ঘ. মনিটরিং সংক্রান্ত নির্ধারিত ৩১টি মামলার মধ্যে যে যে সংস্থার যে মামলাগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে তার নম্বরসহ তথ্য প্রেরণ এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম আরো বেগবানের উদ্দেশ্যে সংস্থা প্রধানগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

ঙ. যে সকল মামলায় স্থিতাবস্থা জারি আছে সেগুলো দ্রুত ভ্যাকেট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

চ. ৪০.০০ একর জমির মধ্য হতে অবশিষ্ট ৩৭.০০ একর জমি জরুরি ভিত্তিতে তাঁত বোর্ডের অনুকূলে রেজিস্ট্রি করে দেয়ার জন্য জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে হবে। এতে আইনি কোন সমস্যা থাকলে বিজ্ঞ আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করে জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের প্ররণ নিশ্চিত করতে হবে।

০৮. সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৯.১২.১৬
(এম এ কাদের সরকার)
সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।